FQH = 3

হাদিস বনাম ফিক্বহ

১. আবু সুলায়মান আ'মাশ ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ ছিলেন, ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বা হাদিসবিদও। বুখারি-মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস তার বর্ণিত হাদিস প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাব দিতে পারলেন না। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। তিনি অনুমতি নিয়ে জবাব দিলেন। আ'মাশ রহ. বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটি কোথায় পেয়েছ?" আবু হানিফা রহ. বললেন, "কেন, আপনিই তো অমুকের সূত্রে অমুক থেকে এ হাদিস আমাকে শুনিয়েছেন! এভাবে তিনি একাধিক সূত্রে আ'মাশের হাদিসগুলো এক মুহূর্তেই তার সামনে তুলে ধরেন। আ'মাশ তখন বললেন,

أيها الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة

অর্থাৎ, "ফকিহগণ! তোমরাই চিকিৎসক, আর আমরা ঔষধ বিক্রেতা।" আবু নুআয়ম, মুসনাদ আবু হানিফা, ১/২২; আল কামিল, ৮/২৩৮

ঔষধ বিক্রেতারা জানেন না কোন ঔষধ কি কাজে লাগে। এটি ডাক্তার ও চিকিৎসকরা বলতে পারেন। হাদিসের ক্ষেত্রেও তেমনি অনেকে হাদিসটির ধারক-বাহক হনো বটে, কিন্তু উক্ত হাদিস থেকে মাসআলার সমাধান বের করা ফকিহগণেরই কাজ।

২. ইমাম বুখারি রহ. এবং ইমাম মুসলিম রহ. এর হাদিসের উস্তাদ, ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ.বলেন, الحديث مضلة إلا للفقهاء তথা, "ফকিহগণ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে হাদিস বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার আইনকানুন-বিধানগত অর্থ, মর্ম, উদ্দেশ্য উদঘানের সময়।" আল-মাদখাল লি ইবনিল হাজ্ব মালেকী: ১০১২৪

৩. ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন: الفقهاء و هم اعلم بمعاني الحديث তথা, "ফকিহগণ হাদিসের আইনকানুন-বিধানগত অর্থ, মর্ম, প্রয়োগ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানীই।"

৪. ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকি ও ইমাম খতিবে বাগদাদী রহ. বলেন। التسليم للفقهاء سلامة في الدين তথা, "ফকিহদের হাতে নিজেকে ন্যস্ত করাই হল দ্বীনকে নিরাপদ রাখা।" তারিখে বাগদাদ: ৭-৫৬১

নির্দিষ্ট মাযহাবের উপর;
তাকলীদের ব্যাপারে সর্বযুগের উলামা

প্রখ্যাত হাদিস গবেষক ও বিশ্লেষক ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু: ৭৪৮হি.) বলেন,

وعلى غير المجتهد ان يقلد مذهبا معينا.

“গাইরে মুজতাহিদ অর্থাৎ কুরআন হাদিস ও শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও স্বল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করে আমল করা অপরিহার্য।” ফয়যুল কাদীর: ১/২৬৯

তিনি আরো বলেন,

فيمتنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت تحررت.

“মাসয়ালা-মাসাইল সংক্রান্ত ফতোয়া ও আদালতের ফায়সালার ক্ষেত্রে চার ইমাম ব্যতীত অন্য কারো তাকলীদ ও অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা এই চার মাযহাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিতাবাকারে সংকলিত হয়েছে।”

❖ চার ফিকহি মাযহাব বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহি. বলেন,

ومعلوم ان أهل المذاهب الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة دينهم واحد وكل من اطاع الله و رسوله منهم بحسب وسعه كان مومنا سعيدا باتفاق المسلمين

“জেনে রাখা উচিত আহলুল মাযাহিব; হানাফি-মালেকি-শাফেঈ এবং হাম্বলি একই দ্বীন-মিল্লাতের ভেতরের; যারা তাদের ভেতর থেকে তাদের চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে; সকল মুসলিমের [উলামাদের] ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে তারা প্রকৃত মুমিন।” মাজমুআতুল ফতোয়া: ১৪/২৬৩

শাইখ উসাইমিন রহ. বলেন,

فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم، وقد ذكر هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: "العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع"

“সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক হলো নিজ দেশের আলিমদের তাকলীদ করা। এই বিষয়টি আমাদের উস্তায আব্দুর রহমান ইবনে সা‘দী রহ. বলে গেছেন। তিনি বলতেন, সাধারণ মানুষের জন্য অনুচিত নিজ দেশের আলিমদের পরিবর্তে অন্য দেশের আলিমদের তাকলীদ বা অনুসরণ করা। কেননা এর দ্বারা লাগামহীনতা ও বিবাদ, বিসংবাদের সৃষ্টি হয়।” লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ: ১৯/৩২

- শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.-এর বক্তব্য; সৌদি আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শাইখ ইবনে বায রাহ.-কে তাঁর ফিকহি মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন,

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

“ফিকহের ক্ষেত্রে আমার মাযহাব হলো, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মাযহাব।” মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায: ৪/১৬৬

তিনি আরো বলেছেন,

وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة، ويعترفون بفضل الأئمة الأربعة و يعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله.

"শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদীর অনুসারী সকলেই হাম্বলি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা চার ইমামকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন এবং চার মাযহাবের অনুসারীদেরকে নিজেদের দ্বীনী ভাই মনে করে থাকেন।"

❖ আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع...لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء.

"স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়েয বলে ফতোয়া দেন। আবার, স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফতোয়া দেন। প্রবৃত্তির এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়েয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হলো, নিজে প্রতিবেশি ও দাবিদার হলে প্রতিবেশি হওয়ার ভিত্তিতে 'ক্রয়ে অগ্রগণ্যতার হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশির জন্য তা অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে বৈধ নয়। কারণ, এটি দ্বীন নিয়ে খেল-তামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্টকরণের পথ খুলে দেয়।"

রিয়াজুস সালেহীন প্রণেতা আল্লামা নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.) বলেন,

انه لو جاز اتباع اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذالك يؤدي الى انحلال ربقة التكليف..فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.

"মনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যেকোনো মাযহাবের অনুসরণ বৈধ হলে তা মানুষকে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মাযহাবসমূহের সহজ সুবিধাজনক ও অনুকূল বিষয়গুলো লুটে নেয়া এবং হারাম-হালাল এবং আবশ্যকীয় ও বৈধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মনের পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে ঠেলে দিবে। আর এই মনোভাব শরয়ী বাধ্যবাধকতার লাগাম অবমুক্ত করে দিবে। সুতরাং, অনুসরণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব নির্বাচনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক।" আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব, ভূমিকা অংশ: ১/১২০-১২১

বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ফকিহ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী তকি উসমানী হাফি. নির্দিষ্ট এক ইমাম মানার ব্যাপার উম্মতের ঐক্যমতের কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فلو ابيح لكل احد ان ينتقى من هذه الاقوال ماشاء متى شاء لادى ذلك الى اتباع الهوى دون الشريعة الغراء وبالتالي فان كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل في اطاره بحيث ان كثيرا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو اخذ منه حكما وترك حكما اخر يرتبط به لاختل ذالك النظام وحدثت حاله من التلفيق لايقول بصحتها احد...ومن هنا دعت الحاجة الى التمذهب بمذهب معين.

"মনের অনুকূলে স্বাধীন মত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে প্রবৃত্তির অনুসরণের পথই কেবল উন্মুক্ত হবে, নিখাদ শরিয়তের অনুসরণ হবে না।...

দ্বিতীয়ত, মাযহাবগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, আমলের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যার ভিত্তিতে সেখানে আমল করা হয়। ফলে দেখা যায় অনেক মাসয়ালাই একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং, যদি কোনো একটি বিধানকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপর বিধানকে বর্জন করা হয়, তাহলে মাযহাবের মূলনীতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং প্রবৃত্তি অনুসরণের পথ সৃষ্টি হবে। একে পরিভাষায় 'তালফীক' বলা হয়। যা বৈধ হওয়ার কথা কেউ আদৌ বলেন না।...আর এ কারণেই নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।" উসূলুল ইফতা, পৃ: ৬৩-৬৪

শায়খ সালিহ ইবনে ফাওযান হাফি. বলেন,

هاهم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيا وابن عبدالبر كان مالكيا.

“বড় বড় হাদিস বিশারদ ইমামগণ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কায়্যিম রহ. ছিলেন হাম্বলি, ইবনে হাজার রহ. ও ইমাম নববী রহ. ছিলেন ঈ শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। ইমাম ত্বহাবী রহ. ছিলেন হানাফি মাযহাবের অনুসারী। ইবনু আব্দিল বার রাহ. ছিলেন মালেকি কি মাযহাবের অনুসারী।” ইয়ানাতুল মুসতাফিদ শরহু কিতাবিত তাওহিদ: ১/১২

মাযহাবের মধ্যকার ভিন্নতার কারণসমূহ:

১. একটি শব্দের দুটি অর্থের সম্ভাবনা

২. হাদিসের রেওয়াতের ভিন্নতা

৩. উৎসের ক্ষেত্রে ভিন্নতা

৪. মূলনীতির ভিন্নতা

৫. কিয়াসের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভিন্নতা

৬. দুটি বিপরীতমুখী দলীলের প্রাধান্যতার ভিন্নতার কারণে।

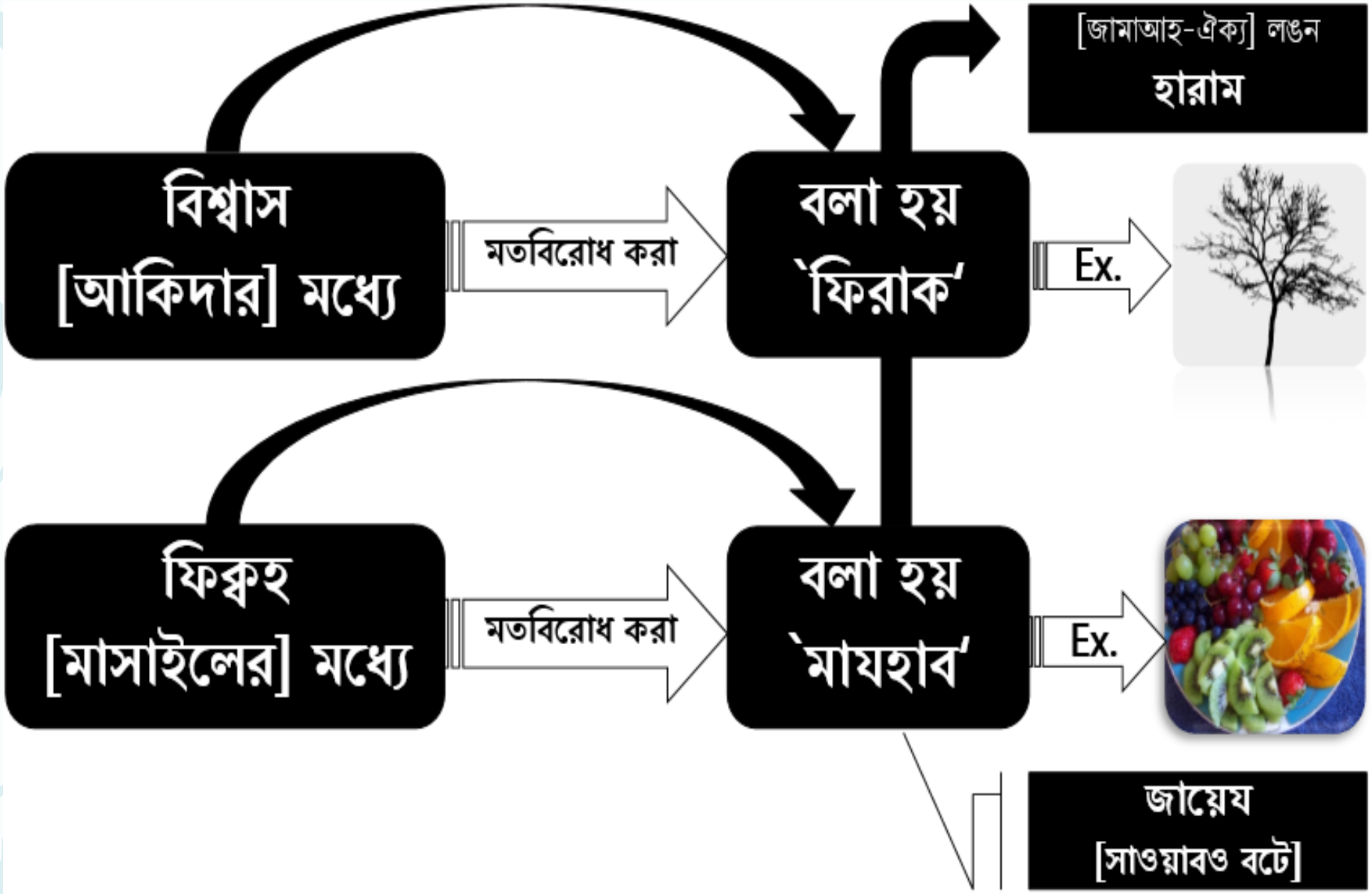
[জামাআহ-ঐক্য] লঙন
হারাম
বিশ্বাস
[আকিদার] মধ্যে
মতবিরোধ করা
বলা হয়
`ফিরাক'
Ex.
ফিক্বহ
[মাসাইলের] মধ্যে
মতবিরোধ করা
বলা হয়
`মাযহাব'
Ex.
জায়েয
[সাওয়াবও বটে]